ফরিয়াদ ও সাহায্য-প্রার্থনা করা

অসহায়ের সহায়, দুঃখে-শোকে, বিপদে আপদে সহায়ক আল্লাহ। বান্দার বিপদে আকুল আবেদন, কাকুতি-মিনতি, মনের আকুল বেদনা শ্রবণ করেন ও জানেন একমাত্র তিনিই।

তিনিই দুঃখীর দুঃখ, শোকার্তের শোক, বিপন্নের বিপদ, বেদনার্তের বেদনা দূর ক'রে থাকেন। যেমন তিনিই সুখীর সুখ, সম্পদশালীকে সম্পদ প্রদান করেন। তাঁর এ কাজে কেউ শরীক, সহায়ক বা সুপারিশকারী নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

[إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ] (٩) سورة الأنفال

অর্থাৎ, স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সকাতর প্রার্থনা করেছিলে, আর তিনি তা কবুল ক'রেছিলেন। (আন্‌ফাল ঃ ৯)

[قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٤٠) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاء وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ] (٤١) سورة الأنعام

অর্থাৎ, বল, 'তোমরা ভেবে দেখ যে, আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হলে অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হলে, তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ডাকবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তাহলে উত্তর দাও)। বরং শুধু তাঁকেই ডাকবে। অতঃপর ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদের সেই কষ্ট দূর করবেন, যার জন্য তোমরা তাঁকে ডাকবে এবং যাকে তোমরা তাঁর অংশী করতে তা বিস্মৃত হবে।' (আন্‌আম ঃ ৪০-৪১)

[أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ] (٦٢) سورة النمل

অর্থাৎ, অথবা তিনি, যিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাক। (নাম্‌ল ঃ ৬২)

[وَإِن يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ] (١٧) سورة الأنعام

অর্থাৎ, আর যদি আল্লাহ তোমাকে ক্লেশদান করেন, তাহলে তিনি ব্যতীত আর কেউ তার মোচনকারী নেই। আর যদি তিনি তোমার কল্যাণ করেন, তাহলে তিনিই তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। (আন্‌আম ঃ ১৭)

বান্দার আহবানে সাড়া দেন, তার আবেদন সরাসরি মঞ্জুর করেন। তিনি বান্দার অতি নিকটবর্তী।

[وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ] (١٨٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক, যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে। (বাক্বারাহ ঃ ১৮৬)

তাঁকে ডাকার জন্য, পাবার জন্য, তাঁর সাহায্য, দয়া বা অনুগ্রহ লাভের জন্য কোন উকিল, অসীলা বা সুপারিশকারীর প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় শুধু তাঁর ইচ্ছার। তিনি ছাড়া কোন ফিরিশ্তা, নবী, অলী, জিন কেউই দুআ মঞ্জুর করতে পারেন না, আর না পারেন কারো মনের আকাঙ্ক্ষা মিটাতে। তাই বিপদে তাঁকে ছেড়ে কোন গায়রুল্লাহকে ডাকা, তার কাছে বিপদের কথা জানিয়ে সাহায্য চাওয়া শির্কে আকবার। যেহেতু তারা সে ডাকে সাড়া দিতে অক্ষম। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ] (٣٨) سورة الزمر

অর্থাৎ, তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?' ওরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।' বল, 'তাহলে তোমরা ভেবে দেখেছ কি? আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা তাঁকে ছাড়া যাদেরকে আহবান কর, তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সেই অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে?' বল, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর ক'রে থাকে।' (যুমার ঃ ৩৮)

[وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ] (١٩٧) سورة الأعراف

অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে আহবান কর, তারা তোমাদের কোন প্রকার সাহায্য করতে পারে না এবং ওদের নিজেদেরও নয়। (আ'রাফ ঃ ১৯৭)

কোন পরলোকগত মানুষ কারো আহবানে সাড়া দিতে পারে না। তারা স্রষ্টা নয়, অদৃশ্যজ্ঞও নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ (٢٠) أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ] (٢١) سورة النحل

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ছাড়া অপরকে আহবান করে, তারা কিছুই সৃষ্টি করে না; বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়। তারা নিষ্প্রাণ, নির্জীব এবং পুনরুত্থান কবে হবে, সে বিষয়ে তাদের কোন চেতনা (বোধ) নেই। (নাহ্‌ল ঃ ২০-২১)

পরলোক থেকে ইকালের কোন আহবান কেউ শুনতে পায় না। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ] (٢٢) سورة فاطر

অর্থাৎ, সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান; আর তুমি মৃতকে শোনাতে পার না। (ফাত্বির ঃ ২২)

[إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ] (٨٠) سورة النمل

অর্থাৎ, নিশ্চয় তুমি মৃতকে শোনাতে পারবে না, আর বধিরকেও তোমার আহবান শোনাতে পারবে না; যখন ওরা পিছন ফিরে চলে

যায়। (নাম্‌ল ঃ ৮০)

শহীদগণ আল্লাহর পথে হত হওয়ার পরেও অমর থাকেন। তাঁরা মধ্য-জগতে বিশেষ জীবনে জীবিত আছেন। যে জীবন আমাদের অনুধাবনের বাইরে। সে জগতের অবস্থা আমরা জানতে পারি না এবং সে জগতের কেউ এ জগতের অবস্থা জানতে পারে না, আহবান শুনতে পারে না। যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত ইহকাল ও মধ্যকালের মধ্যে আছে যবনিকা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ] (١٥٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করে, তাদেরকে মৃত বল না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তা তোমরা উপলব্ধি করতে পার না। (বাক্বারাহ ঃ ১৫৪)

[وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ] (١٦٩) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত; তারা জীবিকা-প্রাপ্ত হয়ে থাকে। (আলে ইমরান ঃ ১৬৯)

[وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ] (١٠٠) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, তাদের সামনে বারযাখ (যবনিকা) থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। (মু'মিনূন ঃ ১০০)

এই জন্যই তাওহীদবাদী বান্দা তার প্রত্যেক নামাযে বলে থাকে,

[إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ] (٥) سورة الفاتحة

অর্থাৎ, আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই। (ফাতিহাহ ঃ ৫)

অবশ্য এমন কোন বিপদে পড়া, যা থেকে উদ্ধার করা জীবিত কোন মানুষের সাধ্যে আছে, তবে তাকে আহবান করা কোন শির্ক নয়। যেমন, পানিতে ডুবা থেকে হাত ধরে তোলার জন্য, কোন হিংস্র জন্তু বা শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য, কোন জীবন্ত সক্ষম উপস্থিত ব্যক্তির সাহায্য চাওয়া এবং তাকে 'বাঁচাও' বা 'রক্ষা কর' বলে ডাকা শির্ক নয়। যদি তাকে বাঁচার অসীলা মনে না করে, কেবল আল্লাহরই উপর ভরসা রাখা যায়।

এমনই এক সাহায্য প্রার্থনার কথা মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاَنِ هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ] (١٥) سورة القصص

অর্থাৎ, মূসা নগরীতে প্রবেশ করল এমন এক সময়ে যখন এর অধিবাসীরা অসতর্ক অবস্থায় ছিল, সেখানে সে দু'টি লোককে মারামারি করতে দেখল; একজন তার নিজ দলের এবং অপরজন তার শত্রু দলের। মূসার দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মূসা ওকে ঘুষি মারল; এভাবে সে তাকে হত্যা ক'রে বসল। মূসা বলল, 'এ তো শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী।' (ক্বাস্বাস্ব ঃ ১৫)

বলা বাহুল্য, গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার তিনটি শর্ত রয়েছে ঃ-

যে বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা, যে বিপদ থেকে উদ্ধার চাওয়া বা যে বিষয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করা হচ্ছে, তার ব্যাপারে শর্ত হল ঃ

১। তা যেন আল্লাহর বৈশিষ্ট্য না হয়। যেহেতু যা আল্লাহ ছাড়া কেউ দিতে পারে না, তা অন্যের কাছে চাওয়া শির্ক।

অথবা তা দান করার ক্ষমতা যেন সৃষ্টির থাকে। যেহেতু যা দান করার ক্ষমতা তার নেই, তা গায়রুল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা শির্ক। যেমন, সন্তান, সুখ-সমৃদ্ধি ইত্যাদি।

আর যার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হচ্ছে, বিপদ থেকে উদ্ধার চাওয়া ও আশ্রয় প্রার্থনা করা হচ্ছে, তার ব্যাপারে ২টি শর্ত ঃ

২। সে যেন জীবিত থাকে। যেহেতু পরলোকগত ব্যক্তি ইহ-জগতের কারো আহবান শুনতে পায় না। এমনকি তাঁরাও নন, যাঁদেরকে 'মৃত' বলতে হয় না। এমনকি আল্লাহর নবী ﷺ-ও মধ্য-জগতে থেকে আমাদের কথা শুনতে পান না, দরূদও না। নির্ধারিত ফিরিশ্‌তামন্ডলী উম্মতীর পেশকৃত দরূদ ও সালাম তাঁর কাছে পৌঁছে দেন। আর সে জন্যই দ্বিতীয় খলীফা উমার ﷺ তাঁর তিরোধানের পরে তাঁর দুআর অসীলা না নিয়ে তাঁর জীবিত চাচা আব্বাস ﷺ-এর দুআর অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন। (বুখারী ১০১০নং)

আর অন্যান্য অলী-আউলিয়ার শোনার কথা তো বলাই বাহুল্য।

৩। সে যেন সামনে উপস্থিত থাকে। যেহেতু সামনে বা কাছে উপস্থিত না থাকলে অনুপস্থিত দূরের মানুষকে আহবান শোনানো যায় না এবং কেউ গায়বের খবরও জানে না।

উক্ত চারটির মধ্যে একটি শর্ত না পাওয়া গেলে, সে সাহায্য প্রার্থনা করা শির্ক হবে।

মুমিনের মনে স্মরণীয় শুধু আল্লাহ। মুমিন শুধু তাঁরই যিক্‌র করে। তাঁরই শাস্তিকে ভয় করে। তাঁরই নিকট সাহায্য চায়। অন্য কোন নবী, অলী (পীর-ফকীর-সাঁই) তার স্মরণীয় নয়। তাদের যিক্‌রও করে না সে। তাদের স্মরণে কোন লাভ হয় বলে মনেও করে না। তাদের কোন গযবকে (গযব হয়ও না) ভয়ও করে না। তাঁদের নিকট কোন সাহায্যও চায় না।

মুসলিম কোন কবরবাসীর নিকট কিংবা কোন বুযুর্গের নিকট কিংবা কোন ফিরিশ্তা বা জিনের নিকট সাহায্য চায় না। বিপদ হতে উদ্ধার বা সন্তান প্রার্থনা করে না। চায় তো শুধু তাঁরই কাছে, যিনি দান ক'রে থাকেন।

সুতরাং যদি কোন মুসলিম নামায-রোযা করা সত্ত্বেও মসীবতে মৃতকে ডাকে, অথবা জীবন্ত কোন বুযুর্গের বা কোন জ্বিন, ফিরিশ্তা, আলী, ফাতেমা বা হাসান-হুসাইনের এমন কাজে সাহায্য চায়, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউই উদ্ধার করতে সক্ষম নয়, এবং তাকে নসীহত করা সত্ত্বেও সে অবজ্ঞা ক'রে অদম্য-মনে সেই কাজে লিপ্ত থাকে এবং সেই অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, তবে সে মুশরিক হয়ে ও ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে মারা যায়।

জ্ঞানী মুসলিম জানে, দুআ বা প্রার্থনা করা হয় তাঁর কাছেঃ

❖ যিনি সদা বর্তমান ও বিদ্যমান। তাই যার অস্তিত্ব নেই বা যে সদা বর্তমান নয়, তার কাছে প্রার্থনা বৃথা।

❖ যিনি সব কিছুর (অথবা অন্ততঃপক্ষে সেই বস্তু, যা তাঁর নিকট চাওয়া হবে তার) মালিক। যে সবকিছুর অথবা যাচিত জিনিসের মালিক নয়, তার নিকট যাচা নিঃসন্দেহে ভ্রষ্টতা।

❖ যিনি মালিকের শরীক। তাই যে মালিকের কোন কিছুতে শরীক বা অংশী নয়, তার কাছে চাওয়াও অযথার্থ।

❖ যিনি মালিকের সহায়ক। অতএব যে তাঁর সহায়ক নয়, তার কাছে যাঞ্চা করা নিষ্ফল।

❖ যিনি মালিকের নিকট সুপারিশকারী। তাই যে স্বেচ্ছায় সুপারিশকারী নয় অথবা যার সুপারিশ করার যোগ্যতা ও ক্ষমতাই নেই, তাঁর নিকট প্রার্থনা করাও নিরর্থক।

❖ যিনি সম্পদশালী। তাই নিঃস্বের কাছে কিছু চাওয়া মূর্খামি।

❖ যিনি সর্বশ্রোতা। তাই বধির বা নির্জীবের নিকট দুআও নিছক ভ্রান্তি।

❖ যিনি দানশীল। তাই নিঃস্ব, কৃপণ বা ব্যয়কুণ্ঠের কাছে কিছু ভিক্ষা চাওয়াও খাঁটি ভুল।

❖ যিনি দয়াবান। তাই দয়াহীন ও পাষাণ-হৃদয়ের কাছেও কিছু প্রার্থনা করা বোকামি।

❖ যিনি দান করার নিজস্ব শক্তি ও এখতিয়ারের অধিকারী। তাই যার নিজস্ব কোন অধিকার বা এখতিয়ার নেই, তার কাছে হাত পাতাও আহাম্মকি।

❖ যিনি পরের ডাক শুনতে পান। তাই যে পরের ডাক শুনতে পায় না অথবা যে শুধু নিজেকেই নিয়েই ব্যস্ত-সমস্ত, তার নিকট আঁচল পাতাও বিফল।

❖ যিনি দূর-বহুদূরের এবং বিশ্বের যে কোনও প্রান্ত থেকে সকল প্রকার শব্দ শুনতে পান। বিধায় যে এ রকম নয়, তার কাছে কিছু চাওয়া বড় ভ্রান্তি।

❖ যিনি পৃথিবীর সমস্ত ভাষা ও মনের কথা বোঝেন। সুতরাং যে সমস্ত রকমের ভাষা ও মনের কথা বুঝে না, তার কাছে কিছু যাচনা করা ভুল।

বলা বাহুল্য, এ সমস্ত গুণের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া কারো কাছে প্রার্থনা করা যাবে না।

তাই তো জ্ঞানী তাঁরই কাছে চায়, যিনি এ বিশ্বের একচ্ছত্র মালিক। তাঁর কেউ শরীক বা অংশী নেই। আর জানে যে, আল্লাহর নিকটে নবী-ওলীর মর্যাদা থাকলেও তাঁরা তাঁর কোন কাজে সহায়ক নন এবং কারো জন্যে নিজের ইচ্ছায় সুপারিশকারীও নন। তিনি বলেন,

[قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً (٥٦) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا] (٥٧) سورة الإسراء

অর্থাৎ, বল, 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে উপাস্য মনে কর, তাদেরকে আহবান কর; করলে দেখবে তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করবার অথবা পরিবর্তন করবার শক্তি তাদের নেই।' তারা যাদেরকে আহবান করে, তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকট হতে পারে, তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে; নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ। (বানী ইস্রাঈল ঃ ৫৬-৫৭)

[قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ (٢٢) وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ] (٢٣) سورة سبأ

অর্থাৎ, বল, 'তোমরা তাদেরকে আহবান কর, আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা (যাদেরকে উপাস্য) মনে কর। ওরা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং এতে ওদের কোন অংশও নেই এবং ওদের কেউ আল্লাহর কাজে সাহায্যকারীও নয়।' যাকে অনুমতি দেওয়া হবে সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। এমনকি যখন ওদের অন্তর হতে ভয় বিদূরিত হয়, তখন ওরা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে, 'তোমাদের প্রতিপালক কী হুকুম করেছেন?' উত্তরে তারা বলে, 'যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সুউচ্চ, সুমহান।' (সাবা' ঃ ২২-২৩)

সুতরাং চাইতে হলে, তাঁরই নিকট চাইতে হবে। একদা মহানবী ﷺ ইবনে আব্বাস ﷺ-কে উপদেশ দিয়ে বললেন,

((يَا غُلامُ ، إِنِّي أعلّمُكَ كَلِمَاتٍ : احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسأَلِ الله ، وإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِالله ، وَاعْلَمْ : أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ ، وَإِن اجتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحفُ)). رواه الترمذي

অর্থাৎ, ওহে কিশোর! আমি তোমাকে কয়েকটি (গুরুত্বপূর্ণ কথা শিক্ষা দেব (তুমি সেগুলো স্মরণ রেখো)। তুমি আল্লাহর (বিধানসমূহের) রক্ষণাবেক্ষণ কর, (তাহলে) আল্লাহও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তুমি আল্লাহর (অধিকারসমূহ) স্মরণ রাখো, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে। যখন তুমি চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চাও। আর যখন তুমি প্রার্থনা করবে, তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। আর এ কথা জেনে রাখ যে, যদি সমগ্র উম্মত তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। কলমসমূহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং খাতাসমূহ (ভাগ্যলিপি) শুকিয়ে গেছে। *(তির/মিযী)*